০১-১০-১৮ প্রাতঃমুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা -- বাবার, বাচ্চাদের প্রতি এটাই আশা যে, বাচ্চারা সম্পূর্ণ নষ্টমোহ হয়ে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করবে -- বাবা আমি তোমার, তুমি আমার, সেটাই হবে প্রকৃত ঈশ্বর প্রেম"

প্রশ্ন :-- রুদ্র শিববাবা দ্বারা রচিত যজ্ঞ আর মানুষ দ্বারা রচিত যজ্ঞের মধ্যে মূল প্রভেদ কি ?

উত্তর :-- মানুষ যেসব যজ্ঞ করে তাতে তিল ইত্যাদি আহুতি দেয়, সেগুলো মেটিরিয়াল (বাহ্যিক) যজ্ঞ । বাবা যে যজ্ঞ রচনা করেছেন তা হলো অবিনাশী জ্ঞান যজ্ঞ, এই যজ্ঞে সম্পূর্ণ দুনিয়াকে আহুতি দেওয়া হয় । ২ -- ঐ যজ্ঞ অল্প সময়ের জন্য চলে, এই যজ্ঞ দুনিয়া যতক্ষণ বিনাশ না হবে ততদিন পর্যন্ত চলবে । যখন তোমরা বাচ্চারা কর্মাতীত অবস্থাতে পৌঁছবে তখনই যজ্ঞ সমাপ্ত হবে ।

গীত :- নির্বলের সাথে বলবানের লড়াই, এই কাহিনী হল দিয়া আর তুফানের •••••

ওম্ শান্তি । এখন বাচ্চারা জানে একে পাঠশালা বলা হয়ে থাকে আবার জ্ঞান যজ্ঞও বলা হয় । পাঠশালার বিচারে এইম অবজেক্ট অবশ্যই প্রয়োজন । এখন এ হল একাধারে জ্ঞান যজ্ঞ আবার পাঠশালাও । এ হলো জ্ঞান যজ্ঞ, ওরা একেই কপি করে, মেটিরিয়াল যজ্ঞ রচনা করে । ঐ যজ্ঞে যব, তিল, ইত্যাদি আহূতি দেয়। আবার অন্যদিকে আরও বড়ো যজ্ঞ তারা রচনা করে যেখানে নানা ধর্মগ্রন্থ ঐ অগ্নিকুন্ডের চারপাশ রাখে । অনেক বড়ো জমির মধ্যে এই যজ্ঞ রচনা করে । যজ্ঞের একপাশে তারা চাল , ঘি, আটা ইত্যাদি সব দ্রব্য রাখে আর অন্যদিকে রাখে অনেক শাস্ত্র । যে শাস্ত্র সম্পর্কেই জিজ্ঞাসা করা হোক না কেন তারা ঐ যজ্ঞের সাথে শাস্ত্রকে যুক্ত করে নানা উপাচার আহুতি দেবে । বাবা বলেন, রুদ্র তো আমার নাম । বলাও হয়ে থাকে রুদ্র ভগবান জ্ঞান যজ্ঞ রচনা করেছিলেন । এর নামকরণ হয়েছে রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ । যেমন নেহেরুর নামে নাম রাখা হয় -- নেহেরু মার্গ (রোড), নেহেরু পার্ক ইত্যাদি । রুদ্র হলেন ভগবান শিব । উনিই রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ রচনা করেছিলেন আর এই যজ্ঞে সম্পূর্ণ দুনিয়াকে আহুতি দেওয়া হয়ে থাকে । কারও বুদ্ধিতে থোড়াই এসব থাকবে । কত বিশাল এই সৃষ্টি । কত দূর -দূরান্তে শহর । সব এই অবিনাশী জ্ঞান যজ্ঞে আহুতি হয়ে যাবে। পুরানো দুনিয়ার বিনাশ তো অবশ্যই হবে, তারপর নতুন দুনিয়া তৈরি হবে । বিনাশ হওয়ার কাজে প্রাকৃতিক দুর্যোগও সাহায্য করবে । সুতরাং এ হলো "রুদ্র রাজস্ব অশ্বমেধ অবিনাশী জ্ঞান যজ্ঞ" । অবিনাশী অর্থাত্ যতদিন বিনাশ না হবে ততদিন এই যজ্ঞ চলবে। এরকম দীর্ঘ যজ্ঞ আর কারও চলেনা । বড়জোর এক মাস চলতে পারে । গীতাও একমাস ধরে শোনায় । এখন বাবা বোঝান আমিই এই জ্ঞান যজ্ঞ রচনা করি । এ হলো রাজস্ব অশ্বমেধ অর্থাত্ তোমাদের যে রথ (শরীর রূপী) আছে তাকে উৎসর্গ করতে হবে । বাবা বোঝাচ্ছেন এ হলো আমার অবিনাশী জ্ঞান যজ্ঞ । অবিনাশী বাবা দ্বারা অবিনাশী যজ্ঞ । এমন নয় যে সবসময় চলতে থাকবে। যখন সম্পূর্ণ দুনিয়া আহূতি দেবার সময় হয় ততদিন এই যজ্ঞ চলতে থাকবে । কেননা বাবা হলেন জ্ঞানের সাগর । ভক্তি মার্গে প্রচুর শাস্ত্র আছে । বাবা যখন জ্ঞানের সাগর তখন নিশ্চয়ই তাঁর কাছে নতুন জ্ঞান আছে । বাবা নিজেই এসে তাঁর পরিচয় দেন আর এই সৃষ্টি চক্র কিভাবে ঘুরে চলেছে তাও এসে বোঝান, যে জ্ঞান শুনে আত্মা ত্রিকালদর্শী হয়ে ওঠে । ত্রিকালদর্শীর জ্ঞান এক বাবা ছাড়া দ্বিতীয় কেউ দিতে পারেন না । সর্বপ্রথম জ্ঞানকে ধারণ করতে হবে, দ্বিতীয়

তোমরা বাচ্চাদের যোগবল দ্বারা বিকর্মজীত হতে হবে । জন্ম-জন্মান্তরের পাপের বোঝা মাথায় সঞ্চিত হয়ে আছে । সেটা ভস্ম হতে সময় লাগবে । কত বছর হয়ে গেল তবুও কর্মাতীত হয়ে উঠতে পারনি । কর্মাতীত অবস্থা প্রাপ্তি করবে যখন তখনই যজ্ঞ সমাপ্ত হবে । অনেক বড়ো এই যজ্ঞ, তোমরা তার নিদর্শনও দেখতে পাচ্ছ যে প্রস্তুতি চলছে । আরও অগ্রগতি হলে দেখতে পাবে প্রাকৃতিক দুর্যোগও তাদের প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে । কখনও বন্যায় প্লাবিত হবে, কখনও ভূমিকম্প, আবার কখনও দুর্ভিক্ষ হবে । ওরা তো লম্বা চওড়া মিথ্যে বলে দেয় যে চার বছরের এমন পরিকল্পনা তৈরি করেছে যাতে প্রচুর পরিমাণে শস্য সরবরাহ হবে । আরে ! খাবার জন্য মানুষও তো প্রচুর সংখ্যক । এমনটা নয় যে শুধু মানুষই খাবে। পঙ্গপাল, পোকামাকড় ইত্যাদিও খেয়ে ফেলে । যখন বন্যা হয় কত লোকসান ক্ষয়ক্ষতি হয়ে যায় । এসব ভাবেই না । তোমরা জান দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ হওয়া প্রয়োজন, তার লক্ষণও দেখা যায় । অল্পবিস্তর লড়াই ঝগড়াতেও আনাজপত্র আসা বন্ধ হয়ে যায় । আগের যুদ্ধে অনেক স্টীমারও ডুবে গিয়েছিল । একে অপরের অনেক ক্ষতি করেছিল ।

বাবা বলেন, ৫ হাজার বছর আগেও এই যজ্ঞ রচিত হয়েছিল আর তোমরা রাজযোগ শিখেছিলে । যজ্ঞ রচনা হয় ব্রাহ্মণদের দ্বারা । গীতায় তো যুদ্ধের কথা বর্ণনা করেছে । সঞ্জয়ের নামও উল্লেখ করেছে । এ সবই হলো ভক্তি মার্গের সামগ্রী। এও অবিনাশী । আবারও ভক্তি মার্গে অবিনাশী সামগ্রী রচিত হবে । রামায়ণ ইত্যাদি যা কিছু লেখা হয়েছে আবারও রচিত হবে । যাদের রাজধানী ছিল, ইংরেজ, তারপর মুসলমান প্রত্যেকেই এসে চলে গেছে আবারও আসবে, আবার পার্টিশন হবে । এসবই তোমরা জানতে পার নম্বর অনুসারে । কেউ তো কিছুই জানেনা । সুতরাং বাবা বোঝান কত যজ্ঞ রচনা হয় । ওদের বোঝাতে হবে -- বাস্তবে অশ্বমেধ অবিনাশী জ্ঞান যজ্ঞ যা রুদ্র শিব ভগবান এসে রচনা করেছেন, কৃষ্ণ নয় । কৃষ্ণের ঐ চিত্র সত্যযুগেই পাওয়া যাবে, তারপর আর কখনওই পাওয়া যাবে না, কেননা তখন তার নাম, রূপ, দেশ, কাল সব বদলে যেতে থাকবে । এমনটা তো হতেই পারে না যে কৃষ্ণ এসে নিজেকে পতিত-পাবন বলবে । পতিত পাবন একজনই - পরমাত্মা । এমন নয় যে তোমরা জিজ্ঞাসা করতে পার কেন তিনি আগে তাঁর রূপ প্রকাশ করেননি! না, সবকিছুই তিনি শুরুতেই বলে দিতে পারেন না । তোমরা বলবে প্রথমেই এই জ্ঞান কেন তিনি দেননি, কেনই বা একদিনে আমাদের এই জ্ঞান দেন না ? না, তিনি হলেন জ্ঞানের সাগর সুতরাং ধীরে ধীরেই শোনাবেন । এমনটা থোড়াই হবে যে সব একই সময়ে পড়তে পারবে । নম্বর অনুসারে পড়বে আর এই পাঠ পড়তে সময় লাগবে । এর নামই হলো অবিনাশী রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ । এসব কথা কোথাও লেখা নেই । শাস্ত্রতে অল্প শব্দে লেখা আছে ভারতের প্রাচীন সহজ রাজযোগের কথা। আচ্ছা, প্রাচীন কবে ছিল? শুরু থেকেই । সুতরাং নিশ্চয়ই এই অবিনাশী জ্ঞান যজ্ঞ দ্বারাই স্বর্গ স্থাপনা হয়েছিল । বাবা বলেন আমি আসি কল্পে -কল্পে সঙ্গম যুগে । ওরা ভুল করে সময় বদলে দিয়েছে , তারপর সত্যযুগের আয়ু ও লক্ষ বছর বলে বর্ণনা করেছে । যুগের ৪টে ভাগ । স্বস্তিকাকেও ৪ ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে - জ্ঞান আর ভক্তি । আধাকল্প হলো জ্ঞান অর্থাত্ দিন আর আধাকল্প হলো ভক্তি অর্থাত্ রাত । জ্ঞানের প্রালব্ধ মাখন প্রাপ্তি, আর ভক্তির প্রালব্ধ হলো ছাঁচ । পতন হতে হতে একদমই নীচে নেমে শেষ হয়ে যায় । নতুন দুনিয়াকে ও আবার পুরানো অবশ্যই হতে হবে । কলা কম হয়ে গেলেই তাকে বলা হয় ভ্রষ্টাচারী, দুর্নীতিগ্রস্ত। আসুরি দুনিয়া না ! তোমরা জান এই ভক্তি ইত্যাদি করে কখনওই ভগবানকে পাওয়া যায় না ।

ভক্তি তো করেই আসছ বন্ধই হয়না । যদি ভগবানকে পাওয়া যেত তবে তো ভক্তি বন্ধ হয়ে যাবে, তাই না ! আধাকল্প ধরে ভক্তি চলে । এইসব কথা মানুষকে বোঝাতে হবে, নতুন দুনিয়া কিভাবে তৈরি হয় ,এর চিত্র দ্বারা বোঝাতে হবে। পুরানো দুনিয়া শেষ হয়ে তারপর নতুন স্থাপনা হবে । এখন প্রদর্শনী ইত্যাদি উদ্বোধন করাতে কোনও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাক্তিকে নিয়োগ করা হয় । সাহায্য তো নিতেই হয় তারপর তার প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয় । অভিনন্দন জানাবার জন্য টেলিগ্রাম করা হয়। কত বড়ো বড়ো শিরোনাম তারা নিজের নামের উপর রেখেছে । শ্রী শ্রী টাইটেল ও রেখেছে । শ্রী শ্রী বাবা বোঝান -- শ্রেষ্ঠাচারী দুনিয়া ছিল এখন ভ্রষ্টাচারী হয়ে গেছে ।আবার বাবা এসেছেন শ্রেষ্ঠাচারী করে তুলতে । ওরা তারপর প্রথমেই শ্রী নাম রেখে দেয় । বাস্তবে শ্রী লক্ষ্মী, শ্রী নারায়ণ সত্যযুগেই বলা হয় । রাজাদের শ্রী টাইটেল কখনওই দেওয়া হয়না । তাদের বলা হয় হিজ হাইনেস । সর্বশ্রেষ্ঠ পবিত্র লক্ষ্মী - নারায়ণের উপাসনা রাজারাও করতেন, কেননা তারা (লক্ষ্মী নারায়ণ) পবিত্র ছিল । কিন্তু রাজার নিজেরা পতিত ছিল । পবিত্র রাজাদের হিজ হোলিনেস বলা হতো । এখন তো হিজ হাইনেসের পরিবর্তে অনেক টাইটেল সবাইকে দেওয়া হয় । নিজেকে শ্রী শ্রী বলতে থাকে । এখন বেহদের বাবা এসে তোমাদের শ্রী বানাচ্ছেন । নতুন দুনিয়া কিভাবে স্থাপন হয় চিত্র দ্বারাও তোমরা ব্যাখ্যা করতে পার । ব্যাখ্যা করতে পার নতুন দুনিয়া সৃষ্টির রহস্য । আমরা ভ্রষ্টাচারী থেকে শ্রেষ্ঠাচারী করে তোলার সেবা করছি, তোমরাও এসে একে বহন করে এগিয়ে নিয়ে চল । ওদের বোঝানো উচিত যে সেকেন্ডে জীবনমুক্তি - গায়ন আছে না! যে ব্যাখ্যা করবে তাকে খুব অ্যাক্টিভ হতে হবে । মিলিটারিরা কত টিপটপ থাকে । বাচ্চারা, তোমাদের নামও কত বড় - শিব শক্তি সেনা । এই জ্ঞান দুর্বল এবং পাথর বুদ্ধি যারা তারাই প্রাপ্ত করে । এখানকার পাঠই ওয়ান্ডারফুল । দেখ উচ্চ থেকে উচ্চতর ভগবান এসে পড়াচ্ছেন আর কাদের পড়াচ্ছেন ! অহল্যা আর কুব্জাদের। ভগবানুবাচ -- ওদের রাজযোগ শেখাতে হবে, ড্রামায় এটাই নির্ধারিত । কিন্তু নিজেকে সবাই পাপ আত্মা থোড়াই মনে করে । বাবা বলেন, এই অন্তিম জন্মে পবিত্র থাকতে পারলে এক সেকেন্ডে জীবনমুক্তি প্রাপ্ত করতে পারবে । আসে তো অনেকেই । আশ্চর্যজনকভাবে আসে, পাঠ শোনে, আলোচনা করে, বাবার হয়ে ওঠে তারপর আবার নীচে নেমে পলায়ন করে । এরকম প্রথম থেকেই হয়ে আসছে । সকালে বলবে বাবার প্রতি সম্পূর্ণ নিশ্চয় আছে, সন্ধ্যায় বলে বসবে আমার সংশয় আছে আমি চলে যাচ্ছি । লক্ষ্য অনেক উঁচু তাই ছুটি নিচ্ছি । এটাই ড্রামার অন্তর্ভুক্ত, তারপর বাবাকে ত্যাগ করে চলে যায় । মায়া এতই প্রবল যে চলতে ফিরতে থাপ্পড় লাগিয়ে দেয় । বাচ্চারা বলে বাবা, মায়াকে বলো কিছু নরম হওয়ার জন্য । বাবা বলেন -- আমি তো মায়াকে বলি প্রবল শক্তিশালী হয়ে উঠতে । বাবা বলেন সতর্ক হও । এমন নয় যে মায়া এসে থাপ্পড় লাগাল আর তোমরাও তার ফাঁদে পড়ে গেলে । তোমরা চেয়েছো রাজা জনকের মতো গৃহস্থ পরিবারে থেকেও যেন জীবনমুক্তি পেতে পার । বাবা বলেন, এক জন্ম যদি পবিত্র থাকতে পার তবে স্বর্গের মালিক হতে পারবে । মানুষের তো বিষের (বিকার) প্রতি কত আসক্তি । চলতে চলতে নীচে নামতে থাকে । আমি যদি বিবাহ করতে না চাই গভর্নমেন্ট কিছুই করতে পারবে না । বোঝাতে পার কেন আমরা অশুচি হব যে পূজারী হয়ে সবার সামনে মাথা নত করতে হবে । আমি কুমারী থাকলে সবাই আমার সামনে মাথা নত করবে । সুতরাং আমি কেন পূজ্য হব না ? বেহদের বাবা বলেন পবিত্র পূজ্য হও । একটাই পরীক্ষা রাজযোগের । কতজন উত্তরণের পথে যেতে যেতেও আবার নীচে নেমে যায় । প্রত্যেকেই তার নিজের নিজের পার্ট বাজিয়ে চলেছে । রেজাল্ট সেটাই হবে যা কল্প প্রথমে হয়েছিল । এটাই ড্রামা আর আমরা তার কলাকুশলী । সম্পূর্ণ নষ্টমোহ হলেই বাবার প্রতি প্রকৃত ভালবাসা জন্মাবে । বাবা, শুধু তোমাকেই

স্মরণ করব আর তোমার কাছ থেকে বর্সা নিয়েই ছাড়ব । এমন প্রতিজ্ঞা করতে পারলেই স্ত্রী – পুরুষ দুজনেই পবিত্র হয়ে স্বর্গধামে যেতে পারবে । দুজনেই জ্ঞানের চিতায় বসতে পারবে । এমনই অনেক জুটি তৈরি হবে, তারপর দ্রুত গাছ(ঝাড়) তৈরি হওয়া শুরু হয়ে যাবে । আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্নেহপূর্ণ স্মরণ ভালবাসা আর গুডমরনিং । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) এই অবিনাশী জ্ঞান যজ্ঞে নিজের রথ (শরীর) সহ সবকিছুই আহূতি দিতে হবে । সার্ভিসের জন্য খুব সতর্ক এবং সক্রিয় হতে হবে ।

২) মায়া যতই প্রবল হোক না কেন সতর্ক হয়ে মায়ার থাপ্পড় থেকে নিজেকে রক্ষা করতে হবে । ভয় পেলে চলবে না ।

বরদান : - এক বাবাকেই নিজের সংসার বানিয়ে সবসময় হাসি, গান আর উড়তে থাকা প্রসন্নচিত্ত ভব

বলা হয় দৃষ্টি দ্বারাই সৃষ্টির পরিবর্তন হয়, সুতরাং তোমাদের রুহানী দৃষ্টিতে সৃষ্টির বদল ঘটেছে , এখন তোমাদের জন্য বাবাই একমাত্র সংসার । প্রথম সংসার আর এখনকার সংসারের মধ্যে বিস্তর ব্যবধান হয়ে গেছে । প্রথম সংসারে বুদ্ধি বিভ্রান্ত হয়ে পড়ত, আর এখন বাবাই সংসার হবার পরে বুদ্ধি বিভ্রান্ত হওয়া বন্ধ হয়ে গেছে । বেহদের অনন্ত অবিনাশী প্রাপ্তি করান যিনি সেই বাবাকে পেয়েছি আর কি চাই ! সুতরাং সবসময় হাসি, গানে হাল্কা হয়ে উড়তে সক্ষম স্বরূপ প্রসন্নচিত্ত হয়ে থাক ।

স্লোগান :-- অন্তর যদি স্বচ্ছ হয় তবে সমস্ত ইচ্ছে পূর্ণ হবে । সর্ব প্রাপ্তি স্বাভাবিক ভাবেই তোমাদের সামনে এসে দাঁড়াবে ।